দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 12 MAR 1994
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিকল্প হিসাবে উন্নয়নের কর্মসূচী নেয়া হচ্ছে

স্কুল কলেজ জাতীয়করণ স্থগিত

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

সরকার স্কুল কলেজ জাতীয়করণ আপাতত স্থগিত করেছে। এর পরিবর্তে গ্রহণ করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কর্মসূচী। '৯৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে এগারোটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা হবে। পরে অর্থসংস্থান হলে এবং কোন প্রতিষ্ঠান বাকি থাকলে সেগুলো এ কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

সূত্র মতে, সরকার ইতোপূর্বে থানা প্রতি একটি কলেজ ও একটি মাধ্যমিক স্কুল জাতীয়করণ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সিদ্ধান্তের আলোকে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্নস্থানে স্কুল কলেজ সরকারীকরণের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত বছর ৩শ' ৬০ মাধ্যমিক স্কুল ও ৫৫ কলেজ সরকারীকরণের প্রস্তাব করলে প্রধানমন্ত্রী ৯১ স্কুল বাদ দিয়ে ২শ' ৬৯ স্কুল ও ৫৫ কলেজ জাতীয়করণের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। সম্মতির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলে তারা আপত্তি জানায়। এ নিয়ে মন্ত্রণালয়, আন্তঃমন্ত্রণালয়, বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষক সমিতির সঙ্গে বেশ কয়েক দফা বৈঠক করেছে। পরে শিক্ষা ক্ষেত্রের বৈষম্য এড়ানো, বাজেট অপ্রতুলতা এবং বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে শীর্ষপর্যায়ের সিদ্ধান্তের পর জাতীয়করণ নীতির পরিবর্তে গ্রহণ করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কর্মসূচী।

সরকার মনে করে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের উন্নত মানের শিক্ষার মাধ্যমেই দেশে দক্ষ

(শেষ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

স্কুল কলেজ

(প্রথম পাতার পর)

জনশক্তি ও মানব সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব। এ জন্য জীবনমুখী পাঠ্যক্রম, শিক্ষকদের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা জবাবদিহিতার ভিত্তিতে শক্তিশালী করা এবং শিক্ষার প্রয়োজনে ভৌত কাঠামো উন্নয়ন ও শিক্ষার উন্নত উপকরণ সরবরাহ করা দরকার। সরকার এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক পর্যায়ে ভৌত কাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। '৯৫ সালের মধ্যে প্রতি থানায় ৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয়, একটি মাদ্রাসা এবং একটি কলেজের উন্নয়ন করা হবে। বর্তমান অর্থবছরে চারটি স্কুল, একটি বালিকা বিদ্যালয়, একটি মাদ্রাসা ও একটি কলেজ-এ সাত প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের কাজ শেষ হবে বলে সূত্র জানায়।

তবে সূত্র মতে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ বছর ময়মনসিংহের গৌরীপুর কলেজ, নেত্রকোনা মহিলা কলেজ, বগুড়ার গাবতলী কলেজ, আড়াইহাজারের সফর আলী কলেজ, রামগড় কলেজ, ঝিনাইদহের নুরুন্নাহার মহিলা কলেজ, শৈলকুপা কলেজ, নরসিংদী মহিলা কলেজ, ফেনীর পরশুরাম কলেজ, মেহেরপুর মহিলা কলেজ, খুলনার মজিদ মেমোরিয়াল কলেজ ও সুন্দরবন আদর্শ মহাবিদ্যালয়-এ ১২ কলেজ সরকারীকরণ করা হবে। বাকি কলেজগুলোর সরকারীকরণের বিষয় বিবেচনাধীন থাকলেও কি হবে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না বলে সূত্র জানায়।

সূত্র মতে, দেশে বর্তমানে সরকারী ২শ' ৩০সহ এক হাজার কলেজ, ৩শ' ১৭ সরকারীসহ ১০ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তিন শ' সরকারীসহ ৭ হাজার মাধ্যমিক (দাখিল) মাদ্রাসা আছে। সরকার সব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও অন্যান্য বিষয় নিয়ত পর্যালোচনা করছে বলে সূত্র জানায়।

সূত্র মতে, সরকারীকরণের বিরুদ্ধে দিন দিনই জনমত জোরদার হয়ে উঠছে। কোনদিনই সব স্কুল কলেজ জাতীয়করণ করা সম্ভব নয়। সরকারীকরণের ফলে শুধুমাত্র শিক্ষক-কর্মচারীরা লাভবান হয়, ছাত্র সংখ্যা সীমিত হয়ে পড়ে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে মফস্বলে কোন শিক্ষক থাকে না। সরকারীকরণের পর এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা তদ্বির করে বদলি হয়ে শহরে চলে আসে। সরকারী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগে কমপক্ষে দেড় থেকে দু'বছর সময় লাগে। কোন ব্যবস্থাপনা কমিটি না থাকায় জবাবদিহির সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। শিক্ষা অধিদফতরের পক্ষে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু তদারকও সম্ভব নয়। তাছাড়া এখনও সে ধরনের মানসিকতা ও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়নি। ফলে শিক্ষার মান খুবই নিম্নগামী হয়ে পড়ছে। ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সবগুলোই বেসরকারী বলে বিভিন্ন সূত্র জানায়। এছাড়া সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিকল্যাণে ব্যাপকভাবে ট্রেড ইউনিয়নিজমের মানসিকতা বেড়ে গেছে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ প্রবণতা নেই। জাতীয় স্বার্থে স্কুল কলেজ জাতীয়করণ সম্পর্কে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা উচিত। এ ব্যাপারে অবিলম্বে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে ওঠা প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়।